بسم الله الرحمن الرحيم

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪২- ০২/০৩ | বুধবার, ১২ সফর, ১৪৪২ হিজরী | ৩০/০৯/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

আসন্ন খলিফা আমাদের মেয়ে ও বোনদের সম্মান এবং সতীত্ব রক্ষার জন্য আল-মু'তাসিমের মত কাজ করবেন

আল্লাহ্ আজ্জা ওয়া জ্বাল ইসলামে আমাদের বোন ও কন্যাদের অবস্থানকে মর্যাদা, সম্মান, এবং নম্রতার মত সব গুণাবলী দ্বারা সমুন্নত করেছেন। অথচ দুঃখজনকভাবে বর্তমানে তারা ধর্মনিরপেক্ষ হাসিনা সরকারের অধীনে পৈশাচিকতার করুণ শিকারে পরিণত হয়েছে। হাসিনা সরকারের মদদপুষ্ট ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের দুর্বৃত্ত নেতা-কর্মী কর্তৃক সিলেটের এমসি কলেজ হোস্টেলে স্বামীকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে গণধর্ষণ করার হৃদয়বিদারক ও ভয়াবহ ঘটনাকে বর্তমান যুলুমের ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার সুযোগ নেই। এই শাসকগোষ্ঠী জনগণকে দমনে ভয়-ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখতে বছরের পর বছর এসব দুর্বৃত্তদের লালন-পালন ও সুরক্ষা দিয়ে আসছে। যে অপরাধেই তারা লিপ্ত হোক না কেন, শেষপর্যন্ত সরকারের ক্ষমতাবলে কিংবা দুর্নীতিগ্রস্থ বিচার বিভাগের মাধ্যমে তারা ছাড়া পেয়ে যায়। একদিকে সরকার দলীয় গুন্ডারা অসহায় ও দুর্বল নারীদের সম্মান ও সতীত্ব নষ্ট করে, এবং অন্যদিকে সরকারের বিচার বিভাগ তাদেরকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় অপরাধের সুযোগ প্রদান করে! সুতরাং, শুধুমাত্র ছাত্রলীগের এসব ধর্ষক নেতা-কর্মীরাই অপরাধের জন্য দায়বদ্ধ নয়, কারণ অপরাধকে গর্ভে লালন করা ধর্মনিরপেক্ষ হাসিনা সরকারের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ বছরের পর বছর ধরে তাদেরকে অপরাধ করার সাহস ও আত্মবিশ্বাস যুগিয়েছে। তাই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যখন আমরা প্রত্যক্ষ করি, গুন্ডা ও অপরাধীদের সমন্বয়ে গঠিত এই সরকার শুধুমাত্র সত্য বলার জন্য **হিযবুত তাহ্‌রীর** -এর নিরপরাধ খোদাভীরু নেতা-কর্মীদেরকে বছরের পর বছর ধরে কারাগারে বন্দী করে রাখতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না, অথচ দলীয় অপরাধীদেরকে আরও অপরাধে সম্পৃক্ত হওয়ার সাহস যোগাতে কয়েক মাসের মধ্যেই মুক্ত করে দেয়।

হে দেশবাসী, এই ঘৃণ্য ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা এবং শাসকগোষ্ঠীকে আপনারা আর যতই সহ্য করবেন, আপনাদের সম্মানিত নারীদের নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে চলাফেরার স্থানও ততই সংকুচিত হতে থাকবে। শুধুমাত্র ধর্ষণকারীদের শাস্তি নিশ্চিতের দাবীতেই নিজেদের সকল শক্তি নিঃশেষ করে ফেলবেন না, কারণ এসব ধর্ষকেরা প্রকৃত সমস্যা নয়, বরং তারা দীর্ঘদিনের লালিত সমস্যা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উপসর্গ মাত্র, যা ক্রমাগত ধর্ষণকারী ও অপরাধীর জন্ম দিয়ে চলেছে এবং তাদেরকে রক্ষা করছে। সুতরাং, এই যালিম ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের কাছে ন্যায়বিচার দাবী করা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন, কারণ তারা আমাদেরকে এই ধর্ষণ সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত করে তোলার চেষ্টা করছে, যা ছাত্রলীগের ধর্ষক নেতা-কর্মীরা প্রতিদিন নতুন নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে।

হে দেশবাসী, আপনাদের জন্য এই সংকটের প্রকৃত সমাধান হচ্ছে - সামরিক বাহিনীতে কর্মরত আপনাদের বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যারা নিষ্ঠাবান সামরিক অফিসার তাদের প্রতি বর্তমান দুর্বৃত্ত ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণের আহ্বান করা। আমাদের সম্মানিত মা-বোন-কন্যাদের সম্মান এবং সতীত্ব রক্ষার জন্য তাদের উচিত অবিলম্বে সত্যবাদী দল **হিযবুত তাহ্‌রীর** -কে নুসরাহ্ (সামরিক সহায়তা) প্রদান করা, যাতে আমরা আমাদের প্রকৃত ঢাল- নবুয়্যতের আদলে দ্বিতীয় খিলাফত রাশিদাহ্ পুণঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারি। আপনারা সামরিক বাহিনীর অফিসারদের প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ খলিফা আল-মু'তাসিমের মত প্রতিক্রিয়া জানানোর আহ্বান জানান, যিনি একজন অল্পবয়সী এতিম মেয়ের কান্নার জবাব দিয়েছিলেন, যাকে রোমান সৈন্যরা অপমানিত এবং গ্রেফতার করেছিল। আল-মু'তাসিম একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন এবং সেই নির্যাতিত মুসলিমাহ্'র সম্মান রক্ষার জন্য মাল্টায় অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ রোমান ঘাঁটি জয় করেছিলেন। সমগ্র ইতিহাস জুড়ে খুলাফাগণ সর্বদা আমাদের সম্মানিত কন্যা ও বোনদের মর্যাদা রক্ষার ঢাল হিসেবে কাজ করেছেন। এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পথ অনুসরণ করে তারা এই কাজটিকে তাদের দায়িত্ব হিসেবে পালন করেছেন, একজন ইহুদি পুরুষ দ্বারা একজন মুসলিম মহিলা অসম্মানিত হওয়ার পরে যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বনু কাইনুকা গোত্রের বিরুদ্ধে তার সশস্ত্র বাহিনীকে প্রেরণ করেছিলেন, তাদেরকে অবরোধ করেছিলেন এবং তাদেরকে তাদের ভূমি থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। সুতরাং, আসুন আমরা সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান সদস্যদের প্রতি এই আহ্বানটিকেই আমাদের একমাত্র দাবীতে পরিণত করি, যা আমাদের সম্মানিত নারীদের প্রতি সহিংসতার স্থায়ী অবসান ঘটাতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللَّهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ

"...আল্লাহ্'র কসম, এই দ্বীন (অর্থাৎ ইসলাম) বিজয় লাভ করবে, একজন ভ্রমণকারী (মহিলা) সানা (ইয়েমেন) হতে হাজারামাওত (অদ্যবদী পৃথিবীর সবচেয়ে অনিরাপদ অঞ্চল) নির্ভয়ে-নির্বিঘ্নে চলাচল করবে, শুধুমাত্র আল্লাহ্'র ভয়, কিংবা নেকড়ে কর্তৃক আক্রমণের ভয় ছাড়া তার আর কোন ভয় থাকবে না" [সহীহ্ বুখারী]

হিযবুত তাহ্‌রীর- এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ